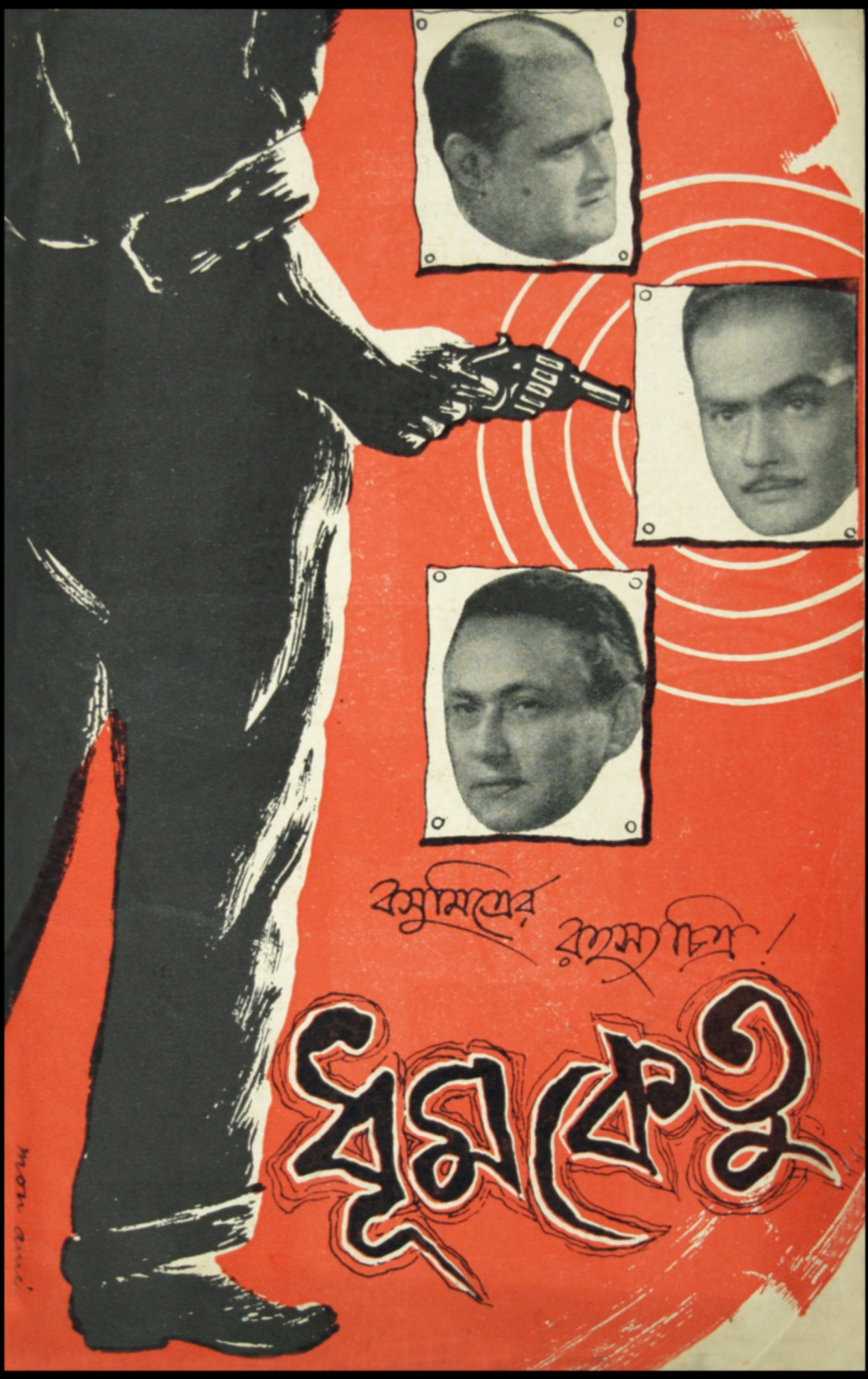
বসুমিত্রের রহস্যচিত্র!
ধূমকেতু

শিল্পীবৃন্দ

সবিতা চ্যাটার্জ্জী (বসু), গীতা সিংহ, শিবানী মুখার্জ্জী, ছবি বিশ্বাস, অসিতবরণ, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, পাহাড়ী সান্যাল, নীতিশ মুখার্জী, অজিত বন্দ্যো, বাণীবাবু, শিশির মিত্র, মিহির ভট্টাচার্য্য, জহর রায়, নবদ্বীপ হালদার, শ্যাম লাহা, ধীরাজ দাস, হরিদাস চট্টো, অসিত, চন্দ্রশেখর, অশোক, অভিজিৎ, লক্ষ্মীনারায়ণ, সুবোধ পাল, মৃত্যুঞ্জয় ও সুনীত মুখার্জী।

চিত্র গ্রহণে ঃ
দিব্যেন্দু ঘোষ

শব্দ গ্রহণ ঃ
পরিতোষ বসু

সম্পাদনা ঃ
নানা বসু

ব্যবস্থাপনায় ঃ
হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

শিল্প নির্দ্দেশনায় ঃ
শচীন মুখার্জ্জী

পরিস্ফুটনে ঃ
প্রফুল্ল মুখার্জ্জী ও দূর্গা বসু

রূপ সজ্জা ঃ
সুধীর দত্ত

সহঃ পরিচালনায় ঃ
সনৎ মিত্র

আলোক নিয়ন্ত্রণ ঃ
বিমল দাস

দৃশ্য পট ঃ
রবি দাসগুপ্ত

প্রচারে ঃ
সুকুমার সেনগুপ্ত

প্রযোজনা ঃ
শিশির মিত্র

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ
গৌরাঙ্গ প্রসাদ বসু

সঙ্গীত ঃ
সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

কণ্ঠ সঙ্গীতে ঃ
শ্যামল মিত্র

একমাত্র পরিবেশক ঃ
ন্যাশনাল সিনে করপোরেশন
টাওয়ার হাউস ঃ চৌরঙ্গী স্কোয়ার
কলিকাতা-১

'ধূমকেতু'-র
সংক্ষিপ্ত কাহিনী

সেদিন রাতে ক্লাব কসমস— এ বসে ইঞ্জিনিয়ার সঞ্জয় সেন একটা টেলিফোন পেয়ে গিয়ে হাজির হলেন শহরের উপকণ্ঠে নির্মীয়মান তাঁর নতুন বাড়িতে এবং বাড়ির ন্যাড়া ছাদে উঠে যেন কার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। একটু পরেই তাঁর আর্ত-চীৎকার শোনা গেল এবং বাড়ির সামনে গুরুভার পতনের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কৃত হল সঞ্জয় সেনের মৃতদেহ।

গোয়েন্দা বিভাগের সুরথ চৌধুরী পুলিশ-সার্জেনের সঙ্গে মৃতদেহ পরীক্ষা করে এবং সরজমীন তদন্তে বাড়ির ন্যাড়া ছাদে একটা জুতোর ছাপ আবিষ্কার করল এবং জানতে পারল ইঞ্জিনিয়ার সঞ্জয় সেন বাড়ি তৈরি করে বিক্রির ব্যবসা করতেন। তিনি বিপত্নীক ছিলেন এবং তাঁর সকল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী ভাইপো বিজয় সেন যার সঙ্গে আবার তার কাকার ইদানিং একটু গোলমাল চলছিল।

ছাদের উপর জুতোর ছাপটা নিয়ে সুরথ চৌধুরী মাথা ঘামাতে লাগল। কিন্তু কেসটা হঠাৎ ঘোরালো হয়ে দাঁড়ালো পরের দিন খবরের কাগজ বেরুতে। সঞ্জয় সেনের মৃত্যুর খবরের সঙ্গে একটা উড়ো চিঠির খবর তাতে রয়েছে। 'ধূমকেতু' নাম দিয়ে কে বা কারা যেন সঞ্জয় সেনকে তাঁর কোন এক অপরাধের জন্য হত্যা করবার ভয় দেখিয়েছিল।

কোনো কঠিন কেসের সম্মুখীন হলেই সুরথ পরামর্শের জন্যে হাজির হত পুলিশের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার মিঃ চ্যাটার্জির কাছে। একদা এঁরই সুপারিশে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ঘুরে আসার সুযোগ সুরথের হয়েছে। এই নিয়ে কটাক্ষও অনেকে করেছে কেননা সুরথ ও মিঃ চ্যাটার্জীর মেয়ে তপতী পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত।

বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সার্জন ডাঃ মজুমদার তাঁর ব্রেকফাষ্ট টেবিলে বসে খবরের কাগজে সঞ্জয় সেনের মৃত্যুর খবর পড়ছিলেন। একদা সঞ্জয় সেন তাঁর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন কিন্তু পরে অজ্ঞাত কারণে তাঁদের মুখ দেখাদেখি পর্যান্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ সেই কাগজের মধ্যে থেকে এক চিঠি বেরিয়ে এল এবং সেটা ধূমকেতুর চিঠি। ডাঃ মজুমদারকেও তাঁর কোন এক অপরাধের জন্যে হত্যার ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখেছে ধূমকেতু।

চিঠিটা নিয়ে পুলিশ আপিসে আসতে চিঠিতে লিখিত তাঁর অপরাধটা কি জিজ্ঞাসা করা হল ডাঃ মজুমদারকে। তদন্ত করে সঞ্জয় সেনের অপরাধের খবরটা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছে পুলিশ। হরিহর ভৌমিক নামে এক ভদ্রলোক একটা বাড়ি কেনেন সঞ্জয় সেনের কাছ থেকে। তারপরে সেই বাড়ি ভেঙ্গে পড়ে ভদ্রলোকের স্ত্রী পুত্র পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, শুধু বাড়ির বাইরে থাকায় ভদ্রলোক নিজে বেঁচে যান। এই দুর্ঘটনায় মাথা খারাপ হয়ে যায় তাঁর এবং সঞ্জয় সেনকে খুন করবেন বলে তিনি শাসাতে থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যান্ত রাঁচীর পাগলা-গারদে আটক পড়েন তিনি।

ঠিক অপরাধ বলে স্বীকার না করলেও ডাঃ মজুমদার একটা ঘটনার উল্লেখ করলেন। কোন একটা অপারেশনে রোগী মারা যাওয়ায় তার আত্মীয়স্বজনেরা গোলমাল করায় একটা ট্রাইবুনাল বসেছিল এবং সেই তদন্তে তাঁর সহকারী তাঁর বিরুদ্ধে কথা

বলেছিল। শেষ পর্যান্ত অবিশ্যি ডাঃ মজুমদার নির্দ্দোষ প্রমাণিত হন এবং হাসপাতাল থেকে সহকারীটি বরখাস্ত হয়ে যায়।

ডাঃ মজুমদারও ক্লাব কসমসের সভ্য। ক্লাব কসমসে ধূমকেতু রহস্যের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় কিনা তপতীকে সঙ্গে নিয়ে সেদিন জানতে গিয়ে শিকারী প্রতাপ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ হল সুরথের। কেলেঙ্কারীও হল। শিকারীর সঙ্গে মহিলাটিকে তাঁর স্ত্রী মনে করেছিল সুরথ এবং সেইভাবেই কথা বলেছিল। মৃত ব্যারিষ্টার অশ্বিনী মুখার্জির স্ত্রী বলে পরে মহিলাটির পরিচয় পাওয়া গেল।

পুলিশের পরামর্শ অনুযায়ী ডাঃ মজুমদার ঘরের বাইরে বেরুনো বন্ধ করে দিয়েছিলেন। হঠাৎ একটা টেলিফোন আসাতে অত্যন্ত পরিচিত কারো সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে শোনা গেল। বোঝা গেল, কে যেন বেশ রাত করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছে আর পরের দিন পুলিশ এসে আবিষ্কার করল তাঁর মৃতদেহ। তাঁরই অপারেশনের যন্ত্র হার্টে বসিয়ে দিয়ে তাঁকে খুন করা হয়েছে।

এরপর লেখক ধনঞ্জয় বন্দোপাধ্যায় এসে হাজির হলেন পুলিশে ধূমকেতুর চিঠি নিয়ে। সমাজের বাস্তব চরিত্র নিয়ে সাহিত্য রচনা করেন বলে তাঁর নাম। শোনা যায়, তাঁর অভিনায়িকা উপন্যাস বেরুনোর পর রায়বাহাদুর সুরজিত লাহিড়ীর মেয়ে এবং মেজর সান্যালের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী শমিলা আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করে।

পুলিশ যথেষ্ট সাবধান

ও সতর্ক হয়েও কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধনঞ্জয়কে বাঁচাতে পারল না। রাত জেগে ধনঞ্জয়কে পাহারা দিতে গিয়ে সুরথ আবিষ্কার করল তাঁর অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ।

পরপর তিনটে হত্যাকাণ্ডের ফলে খবরের কাগজে পুলিশের গরম গরম সমালোচনা বের হতে লাগল এবং সুরথ চৌধুরী সম্বন্ধে বিবিধ কটুক্তি। পুলিশ কমিশনার কেস সুরথের হাত থেকে সরিয়ে আর কারো হাতে দিতে চাইলেন— সুরথও কেস্ ছেড়ে দেবার জন্যে ছুটি চাইল। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার মিঃ গুপ্ত সুরথকে দিয়েই ধূমকেতু রহস্যের সমাধান করবার জন্যে জেদ ধরে রইলেন। এবং এই সময় আবার ধূমকেতুর চিঠি পেয়ে পুলিশে হাজির হলেন শিকারী প্রতাপ চৌধুরী। শিকারী প্রতাপ চৌধুরী — মৃত ব্যারিষ্টার অশ্বিনী মুখার্জীর স্ত্রীর সঙ্গে যাকে দেখেছিল সুরথ ক্লাব কসমস-এ।

তাঁর অপরাধের কথা জিজ্ঞাসা করায় অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে চলে গেলেন প্রতাপ চৌধুরী। তাঁর সম্বন্ধে খবর নিয়ে জানা গেল একবার এক শিকারে বন্ধু ব্যারিষ্টার অশ্বিনী মুখার্জীকে নাকি বাঘ বলে ভুল করে তিনি মেরে ফেলেছিলেন। এই খবরটা পেতে পেতেই ধূমকেতুর চিঠির আরেকটা খবর পাওয়া গেল। মিঃ চ্যাটার্জী – মানে তপতীর বাবা— তিনিও ইতিমধ্যে চিঠি পেয়েছেন ধূমকেতু-র। কিন্তু তাঁর অপরাধ সম্বন্ধে তিনি নিজেও কিছু জানেন না— এবং বাইরে থেকে জানাও গেল না প্রথমে তেমন কিছু। পুলিশের চাকরি থেকে তিনি স্বাস্থ্যের কারণে তাড়াতাড়ি পদত্যাগ করেছেন বলে এত দিন যে সকলের শোনা ছিল শুধু সেটা জানা গেল সত্যি নয়। চাকরি থেকে নাকি তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

সেদিন রাত্রে শিকারী প্রতাপ চৌধুরীর বাড়িতে পুলিশে ঘেরাও হয়ে রয়েছেন শিকারী চৌধুরী আর মিঃ চ্যাটার্জী— ধূমকেতু-র দুজন শিকার। কিন্তু এরই মধ্যে এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে শিকারী চৌধুরীর মৃতদেহ পাওয়া গেল— ঠিক সেইভাবে যেভাবে আসামের জঙ্গলে অশ্বিনী মুখার্জীকে পাওয়া গিয়েছিল।

বাঁচবার শেষ আশাটুকু মিলিয়ে যেতে মিঃ চ্যাটার্জী পুলিশের পাহারা ফেলে চলে এলেন নিজের বাড়িতে এবং টাকা পয়সার হিসেব বোঝাতে গেলেন তপতীকে।

দরজা জানলা সব বন্ধ করে টেবিলে বসে হিসেব করতে করতে এক সময় পায়ের আওয়াজে মুখ তুললেন মিঃ চ্যাটার্জী। এক ছায়া মূর্ত্তিকে দেখা গেল দেওয়ালের আড়ালে মিলিয়ে যেতে। পিস্তলটা হাতের কাছে নিয়ে প্রস্তুত হলেন মিঃ চ্যাটার্জী— আর ধীরে ধীরে ছায়ামূর্ত্তি এগিয়ে এল তাঁর কাছে। এগিয়ে আসতে চেনা গেল ছায়ামূর্ত্তিটিকে।

পর্দ্দায় ধূমকেতুকে শেষ পর্য্যন্ত চিনে উঠতে অসুবিধে আপনাদেরও।

এই গানে—এই গানে নেই মানে—নেই চিন্তা
নেই সুর নেই তাল তেরে কেটে ধিনতা—
তাই তাই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—হয়েছে
বিপিনদা—

হিজ্ হিজ্ হুজ্ হুজ্ কার ভাগে কটা গুজ
মস্তকে স্ক্রু লুজ্ চুনকালি গালে—
গালাগাল গালে গাল গালে রুজ্—
হুজ্! হুজ্!! হুজ্!!!

বিপিনদা ইজ্, হিজ্ হাইনেস্ হিজ্।
হিজ্ বিজ্ বিজ্ ভেরি বিজি হিজ্
ইজ হিজ্ হাইনেস্ বিপিনদা ইজ্
দেশ দশ চিন্তায় মাথা গিজ্ গিজ্
ঘাস কাটা ছেড়ে বুঝি—রিফিউজি ফেরে—
খুঁজি

শেয়ালদা হাওড়ায়—জয়হিন্দ আওড়ায়
ডোল দাও—ডোল দাও—ডোল ডোল ডোল
ভাত দাও, ভাজা দাও, মাগুরের ঝোল—
না দেবে তো ঢালো ঘোল, ঘোল ঘোল ঘোল্
মাথায় দাদার ছড়িয়ে, উল্টো গাধায় চড়িয়ে—
মাথায় দাদার ছড়িয়ে, উল্টো গাধায় চড়িয়ে—
না দেবে তো ডোল ডোল ডোল ডোল
ডোল দাও, ডোল ডোল ডোল
ডোল দাও, ডোল ডোল ডোল।

ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং যতই রাগুন
দমকল ছুটে চলে কোথায় আগুন
আগুন আগুন এই ঝড়জলে
যতই রাগুন কোথায় জলে
ঢং ঢং দমকল ছুটে চলে জলে
হাঁটু জল কাঁদা ভেঙ্গে পথ চলে—
এই ঝড় জলে আগুন কি জলে
জলে জলে জলে জলে জঠরেতে জলে
পিঠে আর পেটে গ্যাছে বুঝে সেঁটে—
বার হবে দম তাই ডাকা দমকলে
যতই রাগুন পেটের আগুন লঙ্কা পোড়ানো
লেজের আগুন
দেশ পোড়ানোর মাথা মোড়ানোর আগেই
ভাগুন।
হিজ্ হিজ হুজ্ হুজ্—কার ভাগে কটা গুজ

তোর এতো ধন মানে এতো বৈভব—
তুই গেলে দাদা কোথা যাবে সব
হায় হায় কোথা যাবে সব

হিজ্ হিজ্ হুজ্ হুজ্—কার ভাগে কটা গুজ্
পাই পাই চাই চাই নাই নাই
তাই তাই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই
হয়েছে বিপিনদা—

ধিনতা তিনতা তিনতা বিপিনদা
গিন্ গিন্ গিন্ গিন্ গিন্ গিন্ ধা—

সহকারীবৃন্দ

সঙ্গীত :	চিত্র গ্রহণে :	শব্দ গ্রহণে :	সম্পাদনায় :
পূর্ণেন্দু রায়	দেবেন দে সুখেন্দু দাশগুপ্ত	বিনয় গুহ	বিভাস চক্রবর্ত্তী

ব্যবস্থাপনায় :
শিশির বক্সী
নিমাই রায়

আলোক নিয়ন্ত্রণে :
অনিল দত্ত
অনন্ত সরকার
অজিত দাস
তারাপদ মান্না
শান্তি নন্দী

রূপ সজ্জায় :
সুরেশ রায়

রসায়নাগারে :
মুকুন্দ পাল
প্রভাত ঘোষ

ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে (দক্ষিণেশ্বর) আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

ঃ প্রস্তুতির পথে ঃ

অন্তরালে

প্রযোজনায় ঃ— শ্রীমণিলাল শ্রীবাস্তব

চিত্রনাট্য ও কাহিনী ঃ—শ্রীজ্যোতির্ম্ময় রায়

পরিচালনায় ঃ— শ্রীমানু সেন

ন্যাশনাল সিনে কর্পোরেশনের পক্ষে প্রচার সচিব শ্রীসুকুমার সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও দি ক্যালকাটা প্রিণ্টার্স, ৫বি, কালাচাঁদ সান্যাল লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।